

সূরা ৮৭ : ‘আলা, মাক্কী

৭৮ - سورة الأعلى مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ১৯, রুকু ১)

(آيَاتُهَا : ١٩ ‘رُكُوعَاتُهَا : ١)

## সূরা আল-‘আলা’র মর্যাদা

এ সূরাটি যে মাক্কী সূরা তার প্রমাণ এই যে, বারা’ ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : “নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে যারা সর্ব প্রথম আমাদের নিকট (মাদীনায়ে) আসেন তাঁরা হলেন মুসআ’ব ইব্ন উমায়ের (রাঃ) এবং ইব্ন উম্মে মাকতূম (রাঃ)। তাঁরা আমাদেরকে কুরআন পড়াতে শুরু করেন। অতঃপর বিলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ) এবং সা’দ (রাঃ) আগমন করেন। তারপর উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বিশজন সাহাবী সমভিব্যাহারে আমাদের কাছে আসেন। তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসেন। আমি মাদীনাবাসীকে অন্য কোন ব্যাপারে এত বেশী খুশী হতে দেখিনি যতটা খুশী তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনে হয়েছিলেন। ছোট ছোট শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকরা পর্যন্ত আনন্দে কোলাহল শুরু করে বলতে থাকেন যে, আমাদের কাছে যিনি এসেছেন তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বেই আমি سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى সূরাটি, এ ধরনের অন্যান্য সূরাগুলির সাথে মুখস্থ করে

ফেলেছিলাম। (ফাতহুল বারী ৮/৫৬৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআ’যকে (রাঃ) বলেন : কেন তুমি সালাতে سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এই সূরাগুলি পড়না? (ফাতহুল বারী ২/২৩৪, মুসলিম ১/৩৪০) মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় ঈদের সালাতে سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এবং حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ এবং سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এ সূরা দু’টি পাঠ

করতেন। যদি ঘটনাক্রমে একই দিনে জুমু‘আ ও ঈদের সালাত আদায় করতে হত তাহলে তিনি উভয় সালাতেই এই সূরা দু’টি পড়তেন। (আহমাদ ৪/২৭১) এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইব্ন মাজাহয়ও বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদ আহমাদে উম্মুল মু‘মিনীন আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতরের সালাতে **سَبَّحَ اسْمَ** **فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ رَبُّكَ الْأَعْلَى, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** এই সূরাগুলি পাঠ করতেন। অন্য একটি বর্ণনায় আরো বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, **فُلْ أَعُوذُ** **فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ رَبُّكَ الْأَعْلَى** এবং **فُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ** এবং **فُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ** এই সূরা দু’টিও পড়তেন। (আহমাদ ৫/১২৩, ১/২৯৯, ৬/২২৭)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	<b>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.</b>
(১) তুমি তোমার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।	<b>১. سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى</b>
(২) যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর যথাযথভাবে সমন্বিত করেছেন,	<b>২. الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى</b>
(৩) এবং যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তারপর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন,	<b>৩. وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى</b>
(৪) এবং যিনি তৃণাদী উৎপন্ন করেছেন,	<b>৪. وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى</b>
(৫) পরে ওকে বিশুদ্ধ বিমলিন করেছেন,	<b>৫. فَجَعَلَهُ غَنَاءً أَحْوَى</b>

(৬) অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাব, ফলে তুমি বিস্মৃত হবেনা	٦. سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى
(৭) আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন তদ্ব্যতীত, নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন,	٧. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى
(৮) আমি তোমার জন্য কল্যাণের পথকে সহজ করে দিব।	٨. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى
(৯) অতএব উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তাহলে উপদেশ প্রদান কর।	٩. فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى
(১০) যারা ভয় করে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।	١٠. سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى
(১১) আর ওটা উপেক্ষা করবে সে, যে নিতান্ত হতভাগা।	١١. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى
(১২) সে ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে।	١٢. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى
(১৩) অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না।	١٣. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى

### আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার আদেশ

ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ইয়াহি ওয়া সাল্লাম যখন سُبْحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করতেন তখন

তিনি **الْأَعْلَى رَبِّي** বলতেন। (আহমাদ ১/২৩২, আবু দাউদ ৮৮৩) ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) ইব্ন ইসহাক আল হামদানী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) যখনই **سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى** পাঠ করতেন তখন বলতেন : সমস্ত প্রশংসা আমার রবের জন্য যিনি মহান। যখন তিনি **أَلَيْسَ لَأَقْسَمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ** (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১) পাঠ করতেন এবং **ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخَيِّ الْمَوْتَى** (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ৪০) পর্যন্ত পৌঁছতেন তখন বলতেন : নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আপনার। (তাবারী ২৪/৩৬৭) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই **سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى** পাঠ করতেন তখন বলতেন : সমস্ত প্রশংসা আমার রবের যিনি মহান! (তাবারী ২৪/৩৬৮)

## আল্লাহ তা‘আলা প্রতিটি জীবের জন্য পরিমিত করে সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলেন : **سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى** তুমি তোমার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যিনি সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন এবং সকলকে সুন্দর ও উন্নত আকৃতি দান করেছেন। যিনি মানুষকে সৌভাগ্যের পথ-নির্দেশ করেছেন। যিনি পশুদের চারণভূমিতে তৃণ ও সবুজ ঘাসের ব্যবস্থা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩৬৯) যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

**رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى**

মূসা বলল : আমার রাক্ব তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন; অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন। (সূরা তা-হা, ২০ : ৫০) যেমন সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সৃষ্ট জীবের ভাগ্যলিপি

নির্ধারণ করেছেন। সেই সময় তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।” (মুসলিম ৪/২০৪৪)

মহান আল্লাহ বলেন : **وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ** যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন। অতঃপর তিনি বলেন : **فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ** পরে ওকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, উহা শুকিয়ে ফেলা এবং রং পরিবর্তন করা। (তাবারী ২৪/৩৬৯) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২৪/৩৬৯, ৩৭০)

## রাসূল (সাঃ) অহীর কোন কিছুই ভুলে যাননি

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন : **سَنَقْرُوكَ فَلَا تَنْسَىٰ** হে মুহাম্মাদ! তোমাকে আমি নিশ্চয়ই পাঠ করাবো, ফলে তুমি বিস্মৃত হবেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, তবে হ্যাঁ, যদি স্বয়ং আল্লাহ কোন আয়াত ভুলিয়ে দিতে চান তাহলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) এ অর্থই পছন্দ করেন এবং তাতে এ আয়াতের অর্থ হবে : যে কুরআন আমি তোমাকে পড়াচ্ছি তা ভুলে যেওনা। তবে হ্যাঁ, আমি যে অংশ মানসুখ করে দেই সেটা ভিন্ন কথা।

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন : **إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ** আল্লাহর কাছে তাঁর বান্দাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত আমল বা কাজ এবং আকীদা বা বিশ্বাস সবই সুস্পষ্ট। হে নাবী! আমি তোমার উপর ভাল কাজ, ভাল কথা, শারীয়াতের হুকুম-আহকাম সহজ করে দিব। এতে কোন প্রকার সংকীর্ণতা ও কাঠিন্য থাকবেনা। থাকবেনা কোন প্রকার বক্রতা।

## মানুষদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য

### আল্লাহর তা‘আলার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ** তুমি এমন জায়গায় উপদেশ দাও যেখানে উপদেশ হয় ফলপ্রসূ। এতে বুঝা যায় যে, অযোগ্য

অবুঝদেরকে শিক্ষাদান করা উচিত নয়। যেমন আমীরুল মু‘মিনীন আলী (রাঃ) বলেন : ‘যদি তোমরা কারও সাথে এমন কথা বল যা তার জন্য বোধগম্য নয়, তাহলে তোমাদের কল্যাণকর কথা তার জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে। তাতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে। বরং মানুষের সাথে তোমরা তাদের বোধগম্য বিষয়ে কথা বল, যাতে মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে না পারে।’

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : فَذَكِّرْ إِنَّ تَفَعَّتِ الذِّكْرَى এই কুরআন থেকে তারাই নাসীহাত বা উপদেশ লাভ করবে যাদের অন্তরে আল্লাহ ভীতি রয়েছে এবং যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ভয় মনে পোষণ করে। পক্ষান্তরে যারা হতভাগ্য তারা এ কুরআন থেকে কোন শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবেনা। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। যেখানে কোনরূপ আরাম-আয়েশ ও শান্তি-সুখ নেই, বরং আছে চিরস্থায়ী আযাব ও নানা প্রকার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যারা আসল জাহান্নামী তারা না মৃত্যুবরণ করবে, আর না শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারবে। তবে যাদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলা দয়া করার ইচ্ছা রাখেন তারা জাহান্নামের আগুনে পতিত হবার সাথে সাথেই পুড়ে মারা যাবে। তারপর সুপারিশকারী লোকেরা গিয়ে তাদের জন্য সুপারিশ করবেন এবং তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করে এনে ‘জীবনদানকারী ঝর্ণায়’ ফেলে দিবেন। তাদের উপর জান্নাতের ঐ ঝর্ণাধারা হতে পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে তারা সজীব হয়ে উঠবে যেভাবে বন্যায় নিষ্ক্ষেপিত বস্তুর (আবর্জনা স্তুপের) মাঝে বীজ গজিয়ে ওঠে।” তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : “তোমরা দেখনা যে, ঐ উদ্ভিদ প্রথমে সবুজ হয়, তারপর হলদে হয় এবং শেষে পূর্ণ সজীবতা লাভ করে থাকে?” তখন সাহাবীগণের কোন একজন বললেন : “নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাগুলি এমনভাবে বললেন যেন তিনি জঙ্গলেই ছিলেন।” (আহমাদ ৩/৫)

আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে কুরআন কারীমে বলেন :

## لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا

তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৬) এই অর্থ সম্বলিত আরও অনেক আয়াত রয়েছে। ইমাম আহমাদও (রহঃ) আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে তারা সেখানে মরবেওনা এবং বাঁচবেওনা। সেখানে একদল লোক থাকবে যাদেরকে তাদের পাপের কারণে, অথবা বলেছেন তাদের খারাবীর কারণে আগুনে দগ্ধ করা হবে। ফলে দগ্ধ হতে হতে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং একটি কয়লা খন্ডে পরিণত হবে। অতঃপর তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং একের পর এক দলকে জান্নাতের ঝর্ণার নিকট সমবেত করা হবে। অতঃপর বলা হবে : ওহে জান্নাতীগণ! তাদের উপর (ঝর্ণার পানি) ঢেলে দাও। প্রবাহিত পানির দুই তীরের ভিজা মাটিতে বীজ বপন করলে যেমন চারা গাছ জন্মে, অনুরূপভাবে তারাও পুনরায় সজীব সতেজ হয়ে উঠবে।' তখন এক ব্যক্তি বলে উঠে : মনে হচ্ছে যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও মরু-ভূমির জংগলে বসবাস করেছেন। ইমাম মুসলিমও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৩/১১, মুসলিম ১/১৭২)

(১৪) নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে।	١٤. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى
(১৫) এবং স্বীয় রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।	١٥. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
(১৬) কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে থাক,	١٦. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
(১৭) অথচ আখিরাতের জীবনই উত্তম ও অবিনশ্বর।	١٧. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
(১৮) নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে (বিদ্যমান) আছে।	١٨. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ

الْأُولَىٰ

(১৯) (বিশেষতঃ) ইবরাহীম ও  
মুসার গ্রন্থসমূহে।

۱۹. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ.

## আল্লাহর বান্দার কামিয়াবী হওয়ার দিক নির্দেশনা

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন : **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ** যে ব্যক্তি চরিত্রহীনতা হতে নিজকে পবিত্র করে নিয়েছে এবং রাসূলের প্রতি যা নাযিল হয়েছে সেই হুকুম আহকামের পুরোপুরি তাবেদারী করেছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত করেছে শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশ পালন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে, সে মুক্তি ও সাফল্য লাভ করেছে।

মাদীনাবাসী ফিৎরা’ আদায় করা এবং পানি পান করানোর চেয়ে উত্তম কোন সাদাকার কথা জানতেননা। উমার ইব্ন আবদুল আযীযও (রহঃ) লোকদেরকে ফিৎরা’ আদায়ের আদেশ করতেন এবং এ আয়াত পাঠ করে শুনাতেন।

আবুল আহওয়াস (রহঃ) বলতেন : ‘যদি তোমাদের মধ্যে কেহ সালাত আদায় করার ইচ্ছা করে এবং এই অবস্থায় কোন ভিক্ষুক এসে পড়ে তাহলে যেন সে তাকে কিছু দান করে।’ অতঃপর তিনি **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ** وَ

এই আয়াত দু’টি পাঠ করতেন। (তাবারী ২৪/৩৭৪)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতদ্বয়ের ভাবার্থ হল : যে নিজের সম্পদকে পবিত্র করেছে এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করেছে (সে সফলকাম হয়েছে)। (তাবারী ২৪/৩৭৪)

## পরকালের তুলনায় ইহকালের জীবন নিতান্তই মূল্যহীন

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا** কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। অর্থাৎ তোমরা আখিরাতের উপর পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের জীবনকে দুনিয়ার জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়ার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত



রয়েছে। দুনিয়া তো হল ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর অমর্যাদাকর। পক্ষান্তরে, আখিরাতের জীবন হল চিরস্থায়ী ও মর্যাদাময়। কোন বুদ্ধিমান লোক অস্থায়ীকে স্থায়ীর উপর এবং মর্যাদাহীনকে মর্যাদাসম্পন্নের উপর প্রাধান্য দিতে পারেনা। দুনিয়ার জীবনের জন্য আখিরাতের জীবনের প্রস্তুতি পরিত্যাগ করতে পারেনা।

মুসনাদ আহমাদে আবু মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবেসেছে সে আখিরাতে কষ্ট পাবে, আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালবেসেছে সে দুনিয়ায় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। হে জনমণ্ডলী! যা চিরস্থায়ী থাকবে তাকে অস্থায়ীর উপর প্রাধান্য দাও।’ (আহমাদ ৪/৪১২)

## ইবরাহীম (আঃ) এবং মূসাকে (আঃ) সহীফা প্রদান করা হয়েছিল

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى** এটা তো পূর্ববর্তী ইবরাহীম (আঃ) এবং মূসার (আঃ) সহীফাসমূহে রয়েছে। এ আয়াতটি সূরা নাজম এর নিম্ন আয়াতের অনুরূপ :

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ  
وِزْرَ أُخْرَى. وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى. ثُمَّ  
يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ

তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব? ওটা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবেনা। আর এই যে, মানুষ তা‘ই পায় যা সে করে; আর এই যে, তার কাজ অচিরেই দেখানো হবে, অতঃপর তাকে দেয়া হবে পূর্ণ প্রতিদান। আর এই যে, সব কিছুর সমাপ্তি তো তোমার রবের নিকট। (সূরা নাজম, ৫৩ : ৩৬-৪২)

আবার কারও কারও মতে وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ هতে قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى পর্যন্ত আয়াতগুলিতে এর বর্ণনা রয়েছে। প্রথম উক্তিটিই বেশী সবল। এটাকেই হাসান (রহঃ) পছন্দ করেছেন। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সূরা আ‘লা এর তাফসীর সমাপ্ত।